সংবাদ

তারিখ 14 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত

প্রকাশ্যে এসএসসির ফরম ফির বিজ্ঞপ্তি টানাতে হবে

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এসএসসি পরীক্ষার ফি কত, তা প্রকাশ্যে টানিয়ে রাখার জন্য বিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এর জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ উঠলে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সঙ্গে আসন্ন ওয়াজ মৌসুমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার কথা বিবেচনায় রেখে ওয়াজ মাহফিলের অনুমতি দেয়ার সময় সময়ের ব্যাপারে যেন শর্ত আরোপ করা হয়, সে ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করা হয়। কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে রোববার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেন খান, সিভিল সার্জন ডা. হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলমগীর হুছাইন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমএ আফজাল, জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, কটিয়াদী উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহাব আইন উদ্দিন, ইটনা উপজেলা চেয়ারম্যান চৌধুরী কামরুল হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, ভৈরবের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলরুবা আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শহরে ভারি যানবাহন চলাচল বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। রাস্তায় যত্রতত্র পার্কিং রোধ করা, রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা রোধ করা এবং ফুটপাত অবমুক্ত রাখার ব্যাপারেও কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক বলেছেন, মাদক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেবল খুচরা বিক্রেতা আর মাদকসেবীদের ধরার মধ্যে অভিযান সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। মূল মাদক ব্যবসায়ীদের ধরার ব্যাপারেও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে হবে। আর যানজট নিরসনের ব্যাপারে নানা রকম সমাধনের বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। এর জন্যও সকল পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে বলে জেলা প্রশাসক মন্তব্য করেছেন। বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিভিন্ন জায়গায় আপত্তিকর আড্ডায় জড়িয়ে পড়তে না পারে, সে ব্যাপারেও বিদ্যালয় থেকে অভিভাবকদের মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে অবহিত করার জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। মাছ ধরা নিয়ে মিঠামইনের চারিগ্রামের ৬ খুনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জেলা প্রশাসক বলেছেন, ইজাদাররা যে পরিমাণ জলমহাল ইজারা নেন, এর চেয়ে অনেক বেশি জায়গা দখল করে নেন। যে কারণে অন্যেরা মাছ ধরতে পারেন না। ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের প্রতি জলমহালের সঠিক সীমানা বজায় রাখার ব্যাপারে কঠোর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন খান বলেন, গত রোববার পর্যন্ত মিঠামইনের ৬ খুনের ব্যাপারে দুই পক্ষের কেউই থানায় মামলা দিতে আসেনি। আর সব বিষয় মিমাংশা করাও উচিত নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, চাপাচাপিতে মিমাংশা করলে এক পক্ষ খুশি হয়, অন্য পক্ষ সংক্ষুব্ধ থাকে। পরবর্তীতে এর প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি সম্প্রতি অজ্ঞান করে বা বাসার গ্রিল ভেঙে চুরি বৃদ্ধি রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। এসব অপরাধ অচিরেই কমে আসবে বলে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেছেন। সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সহধর্মিণী সৈয়দা শীলা ইসলাম ও পাকুন্দিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রেনুর মা শবজান বিবির মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।